করোনা বিপর্যয় থেকে উদ্ধারে অগ্রাধিকার দিতে হবে কার্যকর ক্ষমা প্রার্থনা এবং বাস্তবায়নে

করোনা বিপর্যয়ের সুনির্দিষ্ট কারণ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ خَمْسٌ إِذَا ابْتُلِيتُمْ بِهِنَّ وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ تُدْرِكُوهُنَّ لَمْ تَظْهَرِ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطُّ حَتَّى يُعْلِنُوا بِهَا إِلَّا فَشَا فِيهِمُ الطَّاعُونُ وَالْأَوْجَاعُ الَّتِي لَمْ تَكُنْ مَضَتْ فِي أَسْلَافِهِمُ الَّذِينَ مَضَوْا وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمَئُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَيَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ

৪০১৯: মাহমুদ ইবন খালিদ দিমাশকী (রাঃ)... আবদুল্লাহ্ ইবন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আমাদের দিকে এগিয়ে আসলেন, অতঃপর তিনি বললেন: হে মুহাজিরগণ। তোমরা পাঁচটি বিষয়ে পরীক্ষার সম্মুখীন হবে, তবে আমি আল্লাহর কাছে পানাহ্ চাচ্ছি যেন তোমরা তাতে পতিত না হও। (সেই পাঁচটি বিষয় হচ্ছে)ঃ

(১) যখন কোন জাতির মাঝে প্রকাশ্যে অশ্লীলতা ছড়িয়ে পড়ে (যেমন সুদ, ঘুষ, যিনা ইত্যাদি) তখন সেখানে প্লেগ মহামারী আকারে দেখা দিবে। তাছাড়া এমন সব ব্যাধি ছড়িয়ে পড়বে, যা পূর্বেকার লোকদের মধ্যে কখনো দেখা যায়নি।

(২) যখন কোন জাতি ওজন ও পরিমাপে কারচুপি করবে, তখন তাদের উপর নেমে আসবে দুর্ভিক্ষ, কঠিন বালা-মুসীবত, যালিম শাসক গোষ্ঠি তাদের উপর নিঃপীড়ন করবে।

(৩) যখন কোন জাতি তাদের ধন-সম্পদের যাকাত আদায় করে না, তখন আসমানের বৃষ্টি বন্ধ করে দেয়া হবে। যদি ভূ-পৃষ্ঠে চতুস্পদ জন্তু (গরু, ছাগল, ভেড়া, কুকুর, ঘোড়া ইত্যাদি) না থাকতো, তাহলে আর বৃষ্টিপাত হতো না।

(৪) আর যখন কোন জাতি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুলের অংগীকার ভংগ করে, তখন আল্লাহ্ তাদের উপর এক দুশমনকে ক্ষমতাসীন করেন, যে তাদের বংশোদ্ভুত নয় এবং সে তাদের হাতে যা আছে, তা থেকে কেড়ে নিবে।

(৫) আর যখন তোমরাদের শাসকবর্গ আল্লাহ্'র কিতাব অনুসারে মীমাংসা করবে না এবং আল্লাহর নাযিলকৃত বিধানকে ইখতিয়ার করবে না তখন আল্লাহ্ তাদের পরস্পরে যুদ্ধ বিগ্রহ লাগিয়ে দিবেন।

সুনান ইবনে মাজাহ্ ৪০১৯, আল-আলবানি সহিহ বলেছেন।

وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿٣٣﴾ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ ۚ ৮:৩৩ আর আল্লাহ্ তাদের শাস্তি দেবেন না যতক্ষণ তুমি তাদের মধ্যে রয়েছো **আর আল্লাহ্ এরূপ নন যে তিনি তাদের শাস্তিদাতা হবেন যখন তারা ক্ষমা প্রার্থনা করে।**

أَسْتَغْفِرُ اللهَ আমি আল্লাহ্'র নিকট ক্ষমা চাচ্ছি।

আদম (আঃ) এর বর্ণনা থেকে:

قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ ۖ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ ﴿١٢﴾ ৭:১২ আল্লাহ বললেনঃ আমি যখন নির্দেশ দিয়েছি, তখন তোকে কিসে সেজদা করতে বারণ করল? সে বললঃ আমি তার চাইতে শ্রেষ্ট। আপনি আমাকে আগুন দ্বারা সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে সৃষ্টি করেছেন মাটির দ্বারা।

فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِن سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ ﴿٢٠﴾ ৭:২০ অতঃপর শয়তান উভয়কে প্ররোচিত করল, যাতে তাদের অঙ্গ, যা তাদের কাছে গোপন ছিল, তাদের সামনে প্রকাশ করে দেয়। সে বললঃ তোমাদের পালনকর্তা তোমাদেরকে এ বৃক্ষ থেকে নিষেধ করেননি; তবে তা এ কারণে যে, তোমরা না আবার ফেরেশতা হয়ে যাও-কিংবা হয়ে যাও চিরকাল বসবাসকারী।

وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَن تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُل لَّكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٢٢﴾ ৭:২২..... তাদের প্রতিপালক তাদেরকে ডেকে বললেনঃ আমি কি তোমাদেরকে এ বৃক্ষ থেকে নিষেধ করিনি এবং বলিনি যে, শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٢٣﴾ ৭:২৩ তারা উভয়ে বললঃ হে আমাদের পালনকর্তা আমরা নিজেদের প্রতি জুলম করেছি। যদি আপনি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন এবং আমাদের প্রতি অনুগ্রহ না করেন, তবে আমরা অবশ্যই অবশ্যই ধ্বংস হয়ে যাব।

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ২:৩০ আর স্মরণ কর, -- তোমার প্রভু ফিরিশ্‌তাদের বললেন, "আমি অবশ্যই পৃথিবীতে খলিফা বসাতে যাচ্ছি।"

فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿٣٧﴾ ২:৩৭ অতঃপর আদম (আঃ) স্বীয় পালনকর্তার কাছ থেকে কয়েকটি কথা শিখে নিলেন, অতঃপর আল্লাহ তাঁর প্রতি (করুণাভরে) লক্ষ্য করলেন। নিশ্চয়ই তিনি মহা-ক্ষমাশীল ও অসীম দয়ালু।

قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا ۖ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

﴿٣٨﴾ ২:৩৮ আমরা বললাম -- "তোমরা সব্বাই মিলে এখান থেকে নেমে পড়ো। কিন্তু যদি তোমাদের কাছে আমার তরফ থেকে হেদায়ত আসে, তবে যারা আমার পথনির্দেশ মেনে চলবে তাদের উপর কিন্তু কোনো ভয় নেই, আর তারা নিজেরা অনুতাপও করবে না।

ইবলিস আল্লাহ্'র একটি আদেশ মানেনি এবং আদম (আঃ)ও একটি আদেশ অমান্য করে ছিলেন। ইবলিম তার অবাধ্যতার বিপরীতে যুক্তি-তর্ক উপস্থাপন করে অজুহাত পেশ করেছিল। আর আদম (আঃ) –এ যুক্তি পেশ করার সুযোগ থাকার পরও তিনি আল্লাহ্'র হিদায়ত গ্রহণ করে ভুলের জন্য নিজেকে দোষারপ করে নিঃশর্ত ক্ষমা চেয়েছিলেন।

মানবজাতির প্রতি প্রথম হিদায়ত ছিল ক্ষমা চাওয়া...

জান্নাতবাসীগণ বিচারের দিন জান্নাত অভিমূখী অগ্রসর হবে এবং সেখানেও ক্ষমা চাইতে থাকবে....ফলে মানবজাতির যাত্রাও শেষ হবে ক্ষমা চাইতে চাইতে...জান্নাতীরা ক্ষমা চাইতে চাইতে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ৬৬:৮ .... তাদের নূর তাদের সামনে ও ডানদিকে ছুটোছুটি করবে। তারা বলবেঃ হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদের নূরকে পূর্ণ করে দিন এবং আমাদেরকে ক্ষমা করুন। নিশ্চয় আপনি সবকিছুর উপর সর্ব শক্তিমান।

ক্ষমা চাওয়া শুধুমাত্র পাপের বিপরীতে নয়, আশানুরূপ ভাবে ভাল কাজটি না করার জন্যও ক্ষমা চাওয়া হয়। কোনো মানুষ দাবী করতে পারবে না যে আমি যথেষ্ট পরিমান ভালকাজ করেছি। কেউ দাবী করতে পারবে না যে, আমার কাজসমূহ সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত এবং যথেষ্ট। নাবী রাসুলগণ পাপ করেনি তবুও তাঁরা সবসময় আল্লাহ্'র কাছে ক্ষমা চেয়ে গেছেন। রাসূল (সাঃ) পাপ করেন নি কিন্তু তিনি প্রতিদিন ১০০ বার ক্ষমা চাইতেন। সেটা তাঁর স্ট্যান্ডার্ড অনুসারে। একইভাবে আমরা সলাহ্ আদায়ের সাথে সাথে ক্ষমা চাই। একটি ভালকাজের পর ক্ষমা চাই। কারণ কাজটি কাংক্ষিত স্ট্যান্ডার্ডে করতে পারিনি। ইব্রাহীম (আঃ) এবং ঈসমাইল (আঃ) কাবাঘরের ভিত্তি স্থাপন করছিলেন এবং তাওবা করছিলেন:

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا ۖ إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿١٢٨﴾ ২:১২৮ "আমাদের প্রভু! আর তোমার প্রতি আমাদের মুসলিম করে রেখো, আর আমাদের সন্তানসন্ততিদের থেকে তোমার প্রতি মুসলিম উম্মৎ, আর আমাদের উপাসনা-প্রণালী আমাদের দেখিয়ে দাও, আর আমাদের তওবা কবুল করো, নিঃসন্দেহ তুমি নিজেই তওবা কবুলকারী, অফুরন্ত ফলদাতা।

মক্কা বিজয়ের পর মুসলিমদের আল্লাহ্'র তাসবীহ্ এবং হামদ করার পাশাপাশি ক্ষমা চাইতে বলা হয়েছে:

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ۚ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ﴿٣﴾ ১১০:৩ তখন আপনি আপনার পালনকর্তার পবিত্রতা বর্ণনা করুন এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাকারী।

যখন কেউ নিজের ভালো কাজের সৌন্দর্য্যে অভিভূত হয়ে পড়ে তখন সে শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করে। এই মনোভাব ক্ষমা চাওয়ার মনোভাবকে নষ্ট করে দেয়। তখন ক্ষমা চাওয়ার বিষয়টি লিপ সার্ভিসে পরিণত হয়। ক্ষমা চাওয়াটি আসতে হবে হৃদয়ের গভীর থেকে।

আল্লাহ্'র কাছে একনিষ্ঠ ক্ষমা চাওয়ার নিয়মিত অভ্যাস আমাদের বিনয়ী করে তোলে। যেটা আমাদের ঈমানের গুরুত্বপূর্ণ বহিঃপ্রকাশ।

ক্ষমা চাওয়ার বিশাল প্রতিদান:

إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا ﴿٧١﴾ ﴿٧٠﴾ ২৫:৭০ সে ব্যতীত যে তওবা করে এবং ঈমান আনে ও পুণ্য-পবিত্র ক্রিয়াকর্ম করে। সুতরাং তারাই, -- আল্লাহ্ তাদের মন্দকাজকে সৎকাজ দিয়ে বদলে দেবেন। আর আল্লাহ্ সতত পরিত্রাণকারী, অফুরন্ত ফলদাতা। ৭১ যে তওবা করে ও সৎকর্ম করে, সে ফিরে আসার স্থান আল্লাহর দিকে ফিরে আসে।

ক্ষমা চাইতে পারলে তিনি শুধু ক্ষমা করবেন না, বিশাল কল্যাণ দান করবেন – বর্ণিত হয়েছে সুরা নুহ-এ:

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ﴿١٠﴾ ৭১:১০ অতঃপর বলেছিঃ তোমরা তোমাদের পালনকর্তার ক্ষমা প্রার্থনা কর। তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল।

يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا ﴿١١﴾ وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا ﴿١٢﴾ ৭১:১১. তিনি তোমাদের উপর অজস্র বৃষ্টিধারা ছেড়ে দিবেন, ১২ তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি বাড়িয়ে দিবেন, তোমাদের জন্যে উদ্যান স্থাপন করবেন এবং তোমাদের জন্যে নদীনালা প্রবাহিত করবেন।

مَّا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا ﴿١٣﴾ ৭১:১৩ তোমাদের কি হল যে, তোমরা আল্লাহ তা'আলার শ্রেষ্টত্বের পরোয়া করছ না।

মানুষের সামনে ভুল স্বীকার করাটা লজ্জার কিন্তু আল্লাহ্'র কাছে ভুল স্বীকার করে ক্ষমা চাওয়া সম্মানের.....

আমাদের ভুল/অন্যায়/পাপ সমূহ বিশ্লেষণ করি:

আমাদের কিছু কাজ করা উচিত ছিল যা আমরা করিনি এবং কিছু কাজ করা উচিত ছিল না তা আমরা করেছি। ভুল/অন্যায়/পাপ সমূহগুলোর মধ্যে অনেকগুলো জীবনের স্বাভাবিক বিষয় বানিয়েছি। যেমন:

- আল্লাহ্'র সাথে শিরক করেছি বা করেছিলাম কিনা,
- আল্লাহ্'র শুকরিয়া আদায় করছি কিনা,
- পিতা-মাতার সাথে বাজে আচরণ করা হয়েছিল কিনা,
- প্রতিবেশী উৎপীড়িত হয়েছিল কিনা,
- কোন নিরপরাধ নারীকে অপবাদে জর্জরিত করা হয়েছে কি?
- কারো নামে কুট-নামী, পরনিন্দা, কাউকে ছোট করা হয়েছে কিনা,
- সম্মানী মানুষকে হেয় করেছি কিনা,
- ধমক দিয়ে সুবিধা আদায় করেছি কিনা,
- লোক দেখানো দান করলাম কিনা,
- দান করে খোটা দিলাম কিনা,
- অসহায়কে মেরে-ধরে ক্ষমতা দেখালাম কিনা,
- এতিম-অনাথকে ভয় দেখালাম কিনা,

- কারো অসহায়ত্বের সুযোগ নেওয়া হয়েছিল কিনা?
- কাউকে মুসিবতে ফেলে উৎকোচ আদায় করা হয়েছে কিনা,
- সাহায্য করার নামে মাশেহারা আদায় হয়েছিল কিনা,
- টাকা ফেরত দিবেন বলে হাওলাত নিয়ে ঠগ-বাজির কাজ হয়েছে কিনা,
- এতিমের সম্পদ ধরে রাখা হয়েছিল কিনা,
- পিতার সম্পদ থেকে বোনদের বঞ্চিত করা হয়েছে কি?
- কারো সম্পদে জবর-দখল আছে কিনা,
- বাড়ী বানাতে গিয়ে রাস্তার জায়গা দখল করে আছি কিনা,
- ওজনে কম দিয়েছি কিনা, চাকুরীতে ফাঁকি দিয়েছি কিনা,
- চুরি করা হয়েছে কিনা,
- রাষ্ট্রীয় সম্পদ বিনষ্ট করা হয়েছে কিনা?
- সুদ এবং ঘুষকে জীবনের স্বাভাবিক বিষয় বানিয়েছি কিনা,

- যিনায় লিপ্ত আছি কিনা,
- অশ্লীলতা কী জীবনের স্বাভাবিক বিষয় হয়ে গেল ?
- মিথ্যা সাক্ষী দিয়ে কাউকে ফাঁসিয়ে দিয়েছেন কিনা,
- ন্যায় সঙ্গত কারণ ছাড়া মানুষ হত্যা করেছেন কিনা,
- কিংবা কারো হত্যাকাণ্ডে উৎসাহ দিয়েছেন কিনা,
- নিজের উপস্থিতিতে কারো হত্যাকাণ্ড উপভোগ করেছেন কিনা,
- নিরপরাধ মানুষের জেলের ঘানি টানতে হচ্ছে দেখে আপনার মনে তৃপ্তি বোধ এসেছিল কিনা,
- মৃত্যুর পূর্ব মূহুর্তে অসহায় কেউ বাঁচার জন্য আপনার প্রতি করুণা ভিক্ষা করেছিল, আপনি না করে এড়িয়ে গেছেন এমনটি কখনও ঘটেছিল কিনা।

আল্লাহ্’র অবাধ্যতা বন্ধ করে আল্লাহ্’র শুকরিয়া আদায় করতে হবে। নিরবিচ্ছিন্নভাবে ব্যাকুলভাবে আল্লাহ্ কাছে ক্ষমা চেয়ে নিজেদের সংশোধন করতে হবে। নিচের বিষয়গুলোর প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে:

- অশ্লীলতা বন্ধে কার্যকর উদ্যোগ নিতে হবে। মোবাইল ফোনে এবং ইন্টারনেটে অশ্লীলতা বন্ধে ব্যক্তি পর্যায়ে এবং সরকারী পর্যায়ে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে।
- মানুষের উপর মানুষের অত্যাচারী নিপীড়ন বন্ধ করতে হবে।
- আল্লাহ্ অন্য সকল সৃষ্টির প্রতি সদয় আচরণ করতে হবে। পরিবেশ বান্ধব জীবন যাত্রার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে।
- ভালো কাজের উচ্ছিলায় আল্লাহ্’র কাছে ব্যাকুলভাবে ক্ষমা, হিদায়েত এবং কল্যাণ চাইতে হবে।

প্রতি সলাহ্-কে ঘিরে আমাদের ক্ষমা চাওয়া:

আমরা ক্ষমা চাই কিন্তু সেটা যান্ত্রিক উচ্চারণ মাত্র। প্রতিদিন সলাহ্-কে ঘিরে উচ্চারিত ক্ষমার দোয়াগুলোতে প্রাণ দিতে হবে।

(১) সলাহ্’র শেষ বৈঠকে দোয়া মাছুরাটি আদম (আঃ)-এর ক্ষমা প্রার্থনার একটি ভার্সন:

اَللّٰهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا ، وَّلاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي ، إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ৭:২৩

(২) দুই সেজদার মাঝখানে ক্ষমা চাওয়া হয়ে থাকে:

اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَارْحَمْنِيْ وَاهْدِنِيْ وَارْزُقْنِيْ وَتُبْ عَلَيَّ وَعَافِنِيْ

(৩) রুকু সেজদায় ক্ষমা চাওয়া হয়ে থাকে:

سُبْحَانَكَ اَللَّهُمَّ رَبَّنَا وَ بِحَمْدِكَ اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ

(৪) সলাহ্'য় সালাম ফেরানোর সাথে সাথেই ৩ বার আসতাগফিরুল্লাহ্ উচ্চারণ করা হয়।

أَسْتَغْفِرُ اللهَ ، أَسْتَغْفِرُ اللهَ ، أَسْتَغْفِرُ اللهَ

(৫) ফজর এবং মাগরিবের সলাহ'র পর "সাইয়্যিদুল ইস্তেগফার" দোয়াটি বুঝে পড়ে অনুসরণ করতে পারলে জান্নাত সুনিশ্চিত

اَللّٰهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِي وأَنَا عَبْدُكَ، وأَنَا عَلٰى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ ، وأَبُوءُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي ، فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ

"রোগের কোন সংক্রমণ নেই" সংক্রান্ত একটি হাদীসের সঠিক বুঝ

Understanding a Hadith on Diseases Not Being Contagious

Narrated Abu Huraira:

Allah's Messenger (ﷺ) said, '(There is) no 'Adwa (no contagious disease is conveyed without Allah's permission). nor is there any bad omen (from birds), nor is there any Hamah, nor is there any bad omen in the month of Safar, and one should run away from the leper as one runs away from a lion." Sahih al-Bukhari 5707

وَقَالَ عَفَّانُ حَدَّثَنَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ عَدْوَى وَلاَ طِيَرَةَ وَلاَ هَامَةَ وَلاَ صَفَرَ، وَفِرَّ مِنَ الْمَجْذُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الأَسَدِ ".

৫৭০৭. আফফান (রহ.) বলেন, সালীম ইবনু হাইয়ান, আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ রোগের কোন সংক্রমণ নেই, কুলক্ষণ বলে কিছু নেই, পেঁচা অশুভের লক্ষণ নয়, সফর মাসের কোন অশুভ নেই। **কুষ্ঠ রোগী থেকে দূরে থাক, যেভাবে তুমি সিংহ থেকে দূরে থাক।** [৫৭১৭, ৫৭৫৭, ৫৭৭০, ৫৭৭৩, ৫৭৭৫] (আধুনিক প্রকাশনী- অনুচ্ছেদ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন- অনুচ্ছেদ)

গ্রন্থ:সহীহ বুখারী (তাওহীদ) / হাদিস নাম্বার: 5707

https://sunnah.com/bukhari/76/27

উপরের বর্ণিত সহীহ বুখারীর হাদীসটি নিয়ে মুসলিমদের মধ্যে বিভ্রান্তি তৈরী হয়, যেটার সঠিক বুঝ প্রয়োজন। উক্ত হাদীসে আক্ষরিকভাবে বলা আছে "রোগের কোন সংক্রমণ নেই"। এই রেফারেন্সে অনেকে বলেন সংক্রামণ রোগ বলতে কিছু নেই। কিন্তু বাস্তবিকভাবে দেখা যায় কিছু রোগ সংক্রমনিত হতে পারে। ঐতিহাসিকভাবে দেখা গেছে প্লেগ এবং কুষ্ঠ রোগ সংক্রমনিত হয়েছিল। উক্ত হাদীসে "রোগের কোন সংক্রমণ নেই" কথারটির সাথে আরো ৩টি কথা বলা হয়েছে। যেগুলোর মূল বিষয় হলো কুসংস্কারকে বর্জন করতে হবে। ফলে দেখা যাচ্ছে এই ধারায় উক্ত কথাটি বলা হয়েছে। তৎকালিন আরবের মানুষ সব রোগ সংক্রমনিত হয় বিশ্বাস করত যেমন তারা বিশ্বাস করত কুলক্ষণ, পেঁচা অশুভ এবং বিভিন্ন সময়ে ভ্রমণের শুভ-অশুভের বিষয় সমূহ। কুসংস্কারকে বর্জন করার জন্য উক্ত বিষয়গুলো একসাথে উল্লেখ করা হয়েছে। মানুষ যাতে এটি অন্যভাবে ব্যাখ্যা না করে সেই জন্য মুহাদ্দিসগণ এই বর্ণনার শেষে রাসুল (সাঃ)-এর আরেকটি বর্ণনা যুক্ত করেছেন যে, "কুষ্ঠ রোগী থেকে দূরে থাক, যেভাবে তুমি সিংহ থেকে দূরে থাক"। কুষ্ঠ রোগ সংক্রমণিত হতে পারে, তাই তা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য কার্যকর ভাবে কোয়ারেন্টিনে যেতে হবে। অতএব আমাদের হাদীস অধ্যয়ন এবং প্রচারের ক্ষেত্রে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা জরুরী। এ সংক্রান্ত ইয়াসীর কাদরীর লেকচারটি দেখা যেতে পারে:

Understanding a Hadith on Diseases Not Being Contagious
https://www.youtube.com/watch?v=oZw8bX1nKbQ
Medical Treatment; Diseases not being Contagious; Is Rajab Blessed | Q&A | Shaykh Dr. Yasir Qadhi
https://www.youtube.com/watch?v=vusLOd9_TSQ